بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বরকতময় বাণীর আলোকে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ

প্রত্যেক আহমদী যদি তার দায়িত্ব বোঝে, তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দোয়ার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

কিছু লোক আমাকে জোরালো যুক্তি দিয়ে লেখেন যে, আমাদের ধৈর্যের পরিবর্তে পাকিস্তানে বা অন্য কোথাও জামাতের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। আর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর উদাহরণ দিয়ে তারা বলেন যে তিনি (রা.) কিছু জায়গায় এসবের অনুমতি দিয়েছেন।' এগুলি সম্পূর্ণ ভুল জিনিস যা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়। তিনি (রা.) আইনের মধ্যে থেকে কিছু কথা বলেছেন, কিন্তু চিন্তাহীনভাবে দাঙ্গাবাজদের মতো মিছিল করার অনুমতি দেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবাদ হলে তা ছিল তৎকালীন খলীফার অনুমতিক্রমে। প্রত্যেক কর্মকর্তার উচিত নয় লোক জড়ো করে প্রতিবাদ শুরু করা।

ভারত ভাগের আগে যখন ইংরেজরা শাসন করেছিল এবং আমাদের বিরোধী অফিসাররা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর বক্তব্যকে উস্কানিমূলক বলে ঘোষণা দিয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছিল কারণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বিরোধীদের এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে তাদের স্বরূপ তুলে ধরে পরিশেষে সর্বদা জামাতকে বলতেন যে নবীদের জামাতের কাজই হল ধৈর্য এবং আইন মেনে চলা। প্রতিবারই বিরোধী কর্মকর্তাদের তাদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হতো। এটা কিভাবে হতে পারে যে তিনি (রা.) এমন কিছু বলেছেন যা ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের শিক্ষার পরিপন্থী?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেক জায়গায় ধৈর্য ও দোয়া করার উপদেশ প্রদান করে বলেছেন: যাদের পা কোমল এবং কণ্টকাকীর্ণ পথে আমার সাথে চলতে পারে না, তারা যেন আমাকে ছেড়ে চলে যায়। এই ধৈর্যই বিশ্বে জামাতের স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমি প্রায়ই মিডিয়ার লোককে উত্তর দিই যে যারা আমাদের কষ্ট দিচ্ছে, যারা আমাদের উপর অত্যাচার করছে, তাদের মধ্যে থেকেও অনেকে আহমদী হয়েছে এবং আরও অনেক লোক আসছে। আমরাও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে তাদের মতোই ছিলাম, তাই আমরাও একই প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি, তবে আমরা এ যুগের ইমামকে মান্য করেছি, যিনি শিখিয়েছেন যে শান্তি বজায় রাখতে এবং মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে হলে আপনাকে শান্তিতে কাজ করতে হবে। তবে আইনের মধ্যে থেকে নিজের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করুন। সুতরাং এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, এটি নবীদের ইতিহাস এবং এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষা যে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। যাইহোক, লোকেরা এই উত্তরে বিস্মিত হয় এবং প্রশংসা করে যে এটি হল শান্তিতে বসবাসকারীদের আসল প্রতিক্রিয়া।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ধৈর্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এটা নবীদের জামাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম কর্তব্য, যা ছাড়া কোনো জামাত উন্নতি করতে পারে না বা দুনিয়াকে তাদের অনুসরণে বাধ্য করতে পারে না। আর এমন কোনো জামাত সফলতা লাভ করেনি, যে এই দায়িত্ব পালন না করে সাফল্যের মুখ দেখেছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, ধৈর্য দুই প্রকার। একটি ধৈর্য হলো যখন কোনো ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা রাখে এবং তারপরও ধৈর্য প্রদর্শন করে। শক্তি থাকা অবস্থায় ধৈর্য হলো অত্যাচারীদের প্রতি সাড়া না দেয়া এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য প্রদর্শন করা এবং বাধ্যতামূলক ধৈর্য হলো শক্তি না থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আসমানী দুর্যোগে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন স্থানে ধৈর্য ধারণের উপদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশনাকে সামনে রেখে ধৈর্যের তিনটি মৌলিক অর্থ রয়েছে। প্রথমটি হল পাপ পরিহার করা এবং নিজেকে তা থেকে বিরত রাখা। দ্বিতীয়টি হলো সৎকাজে অবিচল থাকা। তৃতীয় উপাদানটি হল আতঙ্ক এড়ানো। প্রথম অর্থ হলো, যে সব মন্দ কাজগুলো তাকে আকর্ষণ করছে সেগুলো থেকে ক্রমাগত ও অবিচলভাবে বিরত থাকা এবং ভবিষ্যতে তাকে যে মন্দ কাজগুলো আকর্ষণ করতে পারে তার (থেকে বিরত থাকার) জন্য নিজেতে প্রস্তুত রাখা। দ্বিতীয়টি হল, একজন ব্যক্তির উচিত সেইসব উত্তম গুণাবলীর উপর অবিচল থাকা যা সে লাভ করেছে এবং যেগুলি এখনও অর্জিত হয়নি তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটিও এক প্রকার ধৈর্য যা একজন ব্যক্তিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং এই নৈকট্য কেবল দোয়ার মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন: وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

এবং ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং যারা নম্রতা অবলম্বন করে তাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য এটি একটি কঠিন বিষয়। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং নম্রতা প্রদর্শন করে তারাই পারে এমন ধৈর্য দেখাতে যা আল্লাহ্‌কে খুশি করে। মহান আল্লাহ্ আরও বলেন:

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

আর যারা তাদের পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছে এবং নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আমাদের কাজে ব্যয় করেছে এবং যারা ভালোর মাধ্যমে মন্দকে দূরে সরিয়ে রাখে। অতএব, এই ঘরের সেরা ঠিকানা তাদের জন্য নির্ধারিত হয়।

তাই অবিচলতা, নম্রতা ও দোয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নামই হল ধৈর্য। আর এটা তখনই ঘটবে যখন আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের অবস্থার সংশোধন করব এবং আমাদের জীবন যাপন সেই অনুযায়ী করব এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতে থাকব।

শত্রুরা চায় আমরা প্রতিক্রিয়া দেখাই, সেক্ষেত্রে তারা আরও কঠোর হবে এবং আমাদের সিস্টেমে বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা করবে। বর্তমানে কিছু সরকারি কর্মকর্তা বিরোধীদের মদদ দিচ্ছে, তাই এমন প্রতিক্রিয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। জামাতের ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা আছে যে, এ ধরনের ঘটনার কারণে জামাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু যখন ধৈর্য ধরে পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা করা হয়েছিল, তখন তাও লাভজনক হয়েছিল। এভাবে কোনো কোনো কর্মকর্তার ওপর এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। অশান্তি-সংঘর্ষের মাধ্যমে আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন জেরে তবলীগ লোকদের উপরও খারাপ প্রভাব ফেলবে এবং তাদের বলার অধিকার তৈরী হবে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কী পরিবর্তন এনেছিলেন যাতে আমরা তাঁর জামাতে আসব? তাই মনে রাখবেন জামাতের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদেরকে ধৈর্য সহকারে কষ্ট সহ্য করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে ধৈর্য সহকারে অন্যের আরোপিত কষ্ট সহ্য করতে শিখিয়েছেন।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় অনেক লোক তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের ধৈর্য দেখে ঈমান এনেছিল। এই দৃষ্টান্তগুলি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সময়েও পাওয়া যায়, তাঁর ধৈর্য ও নৈতিকতা দেখে অনেক লোক তাঁর জামাতে যোগ দিয়েছিল এবং পরিস্থিতি আজও একই রকম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে আমাদের জামাতের জন্য একই অসুবিধা রয়েছে যা মহানবী (সা.) এর ছিল। মনে রাখবেন এই ধরণের সমস্যাবলীর মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন যাতে সর্বশক্তিমান খোদার প্রতি ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং নিষ্কলুষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। আমি আপনাকে আরও বলি যে, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়টিকে সমর্থন করেন যে, যদি কেউ এই জামাতে থাকা অবস্থায় ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ না করে, তবে তার মনে রাখা উচিত যে সে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তোমার বিষয় আল্লাহ্‌র উপর সমর্পিত কর। অপমান শুনেও ধৈর্য ধারণ ধরো, আমি যখন ধৈর্য ধরি তখন ধৈর্য ধরা তোমারও কাজ।

আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণী পৌঁছেছে এবং জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা কি কোন প্রতিক্রিয়া বা শক্তি প্রদর্শনে সম্ভব হয়েছে? না, বরং ত্যাগ, ধৈর্য ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে সম্ভব হয়েছে। তাই আমাদেরকেও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে মূসা (আ.) এর মান্যকারীরা তাঁকে অবিলম্বে গ্রহণ করেছিল, তাই তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন হননি। কিন্তু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান ও অত্যাচারের সম্মুখীন হন। মহানবী (সা.) এর কষ্টের ধারা তেরো বছর অব্যাহত ছিল, কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান খোদার দ্বারা ধৈর্য্যশীল ও অবিচল হওয়ার নির্দেশনাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্ববর্তি নবীরা যেভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিল, তুমিও সেভাবে ধৈর্য ধর। তাই তিনি (সা.) কখনও অলস হননি এবং সর্বদা দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এক গ্রামের জনৈক এক আহমদী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খেদমতে এসে বললেন, আমার গ্রামে একজন মৌলভী, যে মাদ্রাসায় কর্মরত, সে আমার প্রবল বিরোধী এবং আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। হুযুর দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাকে সেখান থেকে পরিবর্তন করেন। তিনি (আ.) মুচকি হেসে বললেন, আপনি যখন এই জামাতে প্রবেশ করেছেন তখন এর শিক্ষা অনুসরণ করুন, যদি আপনি কষ্ট না পান তবে আপনি কীভাবে প্রতিদান পাবেন? আল্লাহ্‌র নবী (সা.) তেরো বছর ধরে কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু তিনি

সাহাবাদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা এই পবিত্র জামাতকে পৃথিবীতে বিস্তার দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তাই তার (জনৈক মৌলবী)'র মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে ধৈর্যের শিক্ষা দিতে চান। অল্প সময়ের ধৈর্যের পর আপনি দেখতে পাবেন যে এমন কিছুই নেই। যে ব্যক্তি কষ্ট দেয় সে হয় অনুতপ্ত হয় নয়ত বা ধ্বংস হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে যারা ধৈর্যশীল তারা অগণিত পুরস্কার পাবে। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন যে দুনিয়ার লোকেরা যুক্তির উপর নির্ভর করে কিন্তু খোদাকে বাধ্য করা যায় না। তাই নিজের আচার-আচরণকে সংযত করুন এবং গাফিলতি করবেন না। যে অবহেলা করে সে শয়তানের শিকার হয়। তওবাকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখুন যাতে তা অকেজো হয়ে না যায়। সত্যিকার তওবা হল একটি ভালো বীজের মত যা যথাসময়ে ফল দেয়। আমাদেরকে আল্লাহ্ ধৈর্যের জন্য নিযুক্ত করেছেন। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাদেরকেও হেদায়েত দান করেন।' অতএব, আমাদেরও সামগ্রিক সাফল্য তাঁর (আ.) এর পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যেই নিহিত।

অতঃপর তিনি বলেন, আমাদের বিজয়ের অস্ত্র হচ্ছে ক্ষমা চাওয়া, অনুতপ্ত হওয়া, ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানের সাথে পরিচিতিলাভ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মহিমাকে বিবেচনা করা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। তাই এই নির্দেশনাগুলিই হল আমাদের সফলতা ও উন্নতির মূল কান্ডারী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণী অনুসারে আমরা যদি এই নির্দেশনাগুলির প্রতি সঠিকভাবে মনোযোগ দিতে থাকি তাহলেই আমরা সফল হব। ইনশাআল্লাহ্। প্রত্যেক আহমদী যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব বুঝতে সক্ষম হই, তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দোয়ার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের ধৈর্য ও দোয়া করার সৌভাগ্য দান করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই বিষয়গুলো অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
28 April 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in